ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-২৭২৬

ধর্মনগর, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

গ্রামীণ এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পঞ্চায়েত ও ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ঃ পঞ্চায়েত মন্ত্রী

পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মণের সভাপতিত্বে আজ ধর্মনগরে পঞ্চায়েত দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনে আয়োজিত এই পর্যালোচনা সভায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মণ উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে যে যে প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে তা পর্যালোচনা করেন। পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, গ্রামের গরীব ও পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের কাজ করে পঞ্চায়েত। কাজেই জনগণের কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দপ্তর হল পঞ্চায়েত দপ্তর। গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেওয়া হয়। এই দিক থেকে গ্রামীণ এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে পঞ্চায়েত ও ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পঞ্চায়েতে যে তহবিল বরাদ্দ করা হয় তা মূলত মানুষের উন্নয়নের জন্য। এই উন্নয়ন মানুষের অধিকার। পঞ্চায়েত দপ্তর বরাদ্দকৃত এই তহবিল ১০০ শতাংশ ব্যয় করছে মানুষের উন্নয়নের জন্য। এই উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়ণ করতে হবে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী আরও বলেন, সঠিক লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আধিকারিকদের কাজ করতে হবে। প্রতি তিনমাস অন্তর অন্তর পর্যালোচনা বৈঠকে পঞ্চায়েতের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। জেলায় এক একজন আধিকারিককে এক একটি পঞ্চায়েত দত্তক নেওয়ার পরামর্শ দেন। তারা ঐ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজের পর্যবেক্ষক হিসাবে দায়িত্বে থাকবেন।

এদিনের পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ, পঞ্চায়েত অধিকর্তা প্রসূন দে, অতিরিক্ত জেলাশাসক এল ডার্লং, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সকল সদস্য-সদস্যা, জেলার চারটি পঞ্চায়েত সমিতি ও চারটি বিএসি'র চেয়ারম্যানগণ, বিভিন্ন দপ্তরের জেলাস্তরের আধিকারিক, জেলার আটটি ব্লকের বিডিও প্রমুখ। আজ পর্যালোচনা বৈঠকে মূলত পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে জেলার ৮টি ব্লক তথা ১৩২টি গ্রামপঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির জন্য যে তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে সেই বরাদ্দের কতটুকু ব্যয় হয়েছে বা হয়নি, তা কেন করা যায়নি এই বিষয়ে ব্লক অনুসারে পর্যালোচনা করা হয়। পঞ্চায়েত দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাসমূহ গরীব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক এছাড়াও সচিত্র উপস্থাপনার মাধ্যমে জেলার পঞ্চায়েত দপ্তরের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। জেলায় ৭টি জিপি ও ভিসিতে নতুন পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণ করা হবে চলতি বছরে। এছাড়াও সভায় মুখ্যমন্ত্রী মডেল ভিলেজ ও 'আমার সরকার' কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়। পঞ্চায়েতের যে কাজগুলি এখনও রূপায়ণ করা যায়নি সেগুলি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রূপায়ণ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

******